ভোরের কাগজ

তারিখ ... 28 JUN 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ভোরের কাগজ

ডিগ্রি পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় ও দুর্ভাবনা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০০২ সালের ডিগ্রি পাস, সাবসিডিয়ারি ও সার্টিফিকেট কোর্স পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় ঘটেছে। ইংরেজিতে ৬ নম্বর করে গ্রেস দেওয়ার পরও পাসের হার মাত্র ২৪ শতাংশ। অর্থাৎ গড়ে ১০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৭৬ জনই ফেল করেছে। গত বছরের তুলনায়ও এই পাসের হার কম। দেশের ১০৫০টি কলেজের মধ্যে ৪৩টি কলেজ থেকে কোনো পরীক্ষার্থীই পাস করতে পারেনি।

সঙ্গত কারণেই এই ফলাফলকে ডিগ্রিসহ সর্বস্তরেই আমাদের শিক্ষার মানের ক্রমাগত অবনতির একটা সূচক হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। মোটামুটি সবারই মত এটাই যে এই ফলাফল দেশে গ্র্যাজুয়েট স্তরের শিক্ষার চরম দৈন্যদশা প্রকাশ করেছে। একজন অধ্যাপক একে 'সার্বিকভাবে শিক্ষার অবক্ষয়ের প্রতিফলন' বলে অভিহিত করেছেন। এটা এক গভীর উদ্বেগজনক বাস্তবতা যার প্রতি আমাদের দেশের নীতিনির্ধারক ও শিক্ষা-কর্তৃপক্ষকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

পাসের নিম্নহারের কারণ হিসেবে যে বিষয়গুলোর কথা বলা হয়েছে তা বিশেষ লক্ষণীয়। একটি হলো, ইংরেজি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ভয়াবহ অবনতি। ইংরেজিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ কলেজ ছাত্র এতোই কাঁচা যে, ৬ নম্বর গ্রেস দিয়েও ২৪ ভাগের বেশি পাস করানো যাচ্ছে না। দেশের অধিকাংশ ডিগ্রি কলেজে বিশেষ করে বেসরকারি কলেজগুলোতে দক্ষ ইংরেজি শিক্ষক নেই। তিনজন শিক্ষক থাকার কথা থাকলেও বাস্তবে আছেন হয়তো একজন। শিক্ষকরা নিজেরাই ভালো ইংরেজি জানেন না, তাছাড়া ঠিকমতো ক্লাসও হয় না।' এটা যে সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার সংকট সেটা বোঝাই যাচ্ছে। উপযুক্ত শিক্ষকই যেখানে তৈরি হচ্ছে না, সেখানে ছাত্ররা কিভাবে ইংরেজিতে ভালো করবে?

উচ্চ শিক্ষা স্তরে আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিক্ষার যদি এমন অবস্থা হয় তাহলে এই ছাত্ররা এই বিশ্বায়ন ও প্রযুক্তির যুগে প্রতিযোগিতা করবে কিভাবে? এটা যে ইংরেজি শিক্ষার ব্যাপারে দীর্ঘদিনের অবহেলার পরিণতি তাতে সন্দেহ নেই। আমাদের মনে হয় প্রাথমিক স্তরে না হোক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তর থেকেই আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজিকে শিক্ষার অন্যতম মাধ্যম করাটাই এ অবস্থা থেকে উত্তরণের একমাত্র উপায়। খারাপ ফলাফলের অন্য কারণের মধ্যে আছে নকলের সুযোগ কমে আসা, আসন বিনিময় কার্যকর করা, ডিগ্রি লেভেলে কলেজে লেখাপড়া না হওয়া, অপেক্ষাকৃত মেধাবী ছাত্রদের অনার্সের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি। নকল কমে যাওয়া যদি পাসের হার কমার কারণ হয়ে থাকে তবে আমরা বলবো এতে ভালোই হয়েছে।

নকল অবশ্যই ঠেকাতে হবে, পরীক্ষা ব্যবস্থাকে সুষ্ঠু, দুর্নীতিমুক্ত হতে হবে। তা না হলে শিক্ষার মানের অবনতি রোধ করা যাবে না। এই নিম্ন পাসের হার থেকে শিক্ষাক্ষেত্রের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ও মান কড়াকড়িভাবে নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে কারণ নকল ও শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে অযোগ্যদের নিয়োগদান পর্যন্ত সবকিছুর পেছনে এটাই আসল কারণ। শিক্ষাখাতের সংকটের পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ, এর ফলে ভবিষ্যতে অর্ধশিক্ষিত, অদক্ষ ও হীনম্মন্যতায় আক্রান্ত প্রজন্ম তৈরি হবে যারা নিজেদের ও দেশকেও সামনে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে পদে পদে ব্যর্থ হতে থাকবে। এ পরিণতি এড়াতে হলে এখনই ভাবনাচিন্তা শুরু করা দরকার।

এই নিম্ন পাসের হার থেকে শিক্ষাক্ষেত্রের বাস্তবতা উপলব্ধি করতে হবে। স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ ও মান কড়াকড়িভাবে নিশ্চিত করতে হবে। শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়ে রাজনীতি বন্ধ করতে হবে কারণ নকল ও শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হওয়া থেকে শুরু করে অযোগ্যদের নিয়োগদান পর্যন্ত সবকিছুর পেছনে এটাই আসল কারণ।